{ উপন্যাস }

উপন্যাসটি কোনও ব্যক্তিবিশেষের গল্প নয়। এ একটা সময়ের গল্প। সময়ই এর যথার্থ নায়ক, আর তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই এর যাবতীয় আয়োজন। কথকও তাঁর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন ষাট-সত্তরের পশ্চিমবঙ্গের ক্রমশ বদলে যেতে থাকা অর্থনৈতিক অবস্থার ধারাবিবরণী।

শ ম্পা চৌ ধু রী

এক অন্তহীন সূর্য-সন্ধান

আটটা-ন'টার সূর্য
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
দে'জ পাবলিশিং
কল-৭৩ । ৪৫০.০০

যে-উপন্যাসের নামকরণে মাও-এর উচ্চারণের টুকরো স্মৃতি, যার সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়িয়ে আছে জেল থেকে স্ত্রীকে লেখা চারু মজুমদারের একাধিক চিঠির প্রতিলিপি, যার সূচনায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, সমাপ্তিতে এক পৃষ্ঠাব্যাপী নির্দেশিকা এবং ৬৪টি সহায়ক বই ও পত্রপত্রিকার দীর্ঘ তালিকা, তার ধরনটা যে প্রচলিত উপন্যাসের চেয়ে বেশ খানিকটা

আনন্দবাজার আর্কাইভ

আলাদা হবে, তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ভূমিকায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন 'ডকুমেন্টারি নভেল', যার রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক দিনলিপি ও চরিত্রের সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রের এক কুশলী সমীকরণ। অর্থাৎ, একথা হয়তো প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, উপন্যাসে যাঁরা শুধু গল্প খোঁজেন, এ বই তাঁদের জন্য নয়। এ ফেলে আসা *'মুক্তির দশক'?*

সময়ের এক রক্তাক্ত ইস্তাহার যাতে জীবনের তাপ, মৃত্যুর শীতলতা, রাগ, ক্ষোভ, বঞ্চনা আর অজস্র ভালবাসার অক্ষরমালা সতত স্পন্দমান।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে মধ্যবিত্ত জনমানসে যে-ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছিল, তারই চরম বিস্ফোরণ ঘটেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনে। কিন্তু যে-বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত সাফল্য পায়নি। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান জানানো হলেও ব্যক্তিহত্যার পন্থা, কৃষিজীবীদের মধ্যে আন্দোলনের ভিত পোক্ত না হওয়া, আন্দোলনকারীদের নিজেদের ভেতরকার তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, আন্দোলনের ভেতর সমাজবিরোধীদের অবাধ প্রবেশ প্রভৃতি বিবিধ কারণে এই আন্দোলন অচিরেই জনসমর্থন হারায় এবং একই সঙ্গে মূলত শহরকেন্দ্রিক সাংগঠনিকতার ফলে রাষ্ট্রের পক্ষেও তাকে সহজেই শনাক্ত করে দমন করা সম্ভব হয়। মোটামুটি ১৯৭২-এর ভেতরেই এই আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং বাংলার বাইরে আরও কিছুদিন এই আন্দোলন চললেও, পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে এই আন্দোলন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় একটা গোটা প্রজন্ম, যাদের কর্মপন্থায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে মধ্যবিত্ত জনমানসে যে-ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছিল, তারই চরম বিস্ফোরণ ঘটেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনে।

আনন্দবাজার আর্কাইভ

চারু মজুমদার (ডানদিকে)

চারু মজুমদার, দ্রোণাচার্য ঘোষ ছাড়াও এই উপন্যাসে পাঠক খুঁজে পাবেন কানু সান্যাল, সরোজ দত্ত, সুনীতি ঘোষ, সুশীতল রায়চৌধুরীর মতো আরও অনেক মানুষকে, যাঁদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস মিশে আছে সেই সময়ের আবহে।

আদর্শবাদে ফাঁকি ছিল না কোনও। সত্তরকে নিয়ে বাঙালির আবেগ তাই কখনওই মরে না। নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর একটি রচনায় স্পষ্টই লেখেন, '...এমন কোনো রাজনৈতিক ঘটনা সত্তরের আগে বা পরে আমার বাস্তবের মধ্যে ঘটেনি যেখানে অসংখ্য বীর যুবক ও যুবতী সরাসরি, মুখোমুখি রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রাণ এবং তার থেকেও বেশি কিছু যদি থাকে—তাকে হাসিমুখে নিঃশেষিত করেছে। ...এখনও আমি অনুভব করি কোথাও একটা সত্তর থেকে গেছে। ...চেতনা থেকে সত্তর যদি অন্তর্হিত হয় তাহলে আত্মপরিচয় বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।' হয়তো অশোক মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসেরও সৃষ্টিবীজ এখানেই।

দশ বছর আগে যখন নকশালবাড়ি রাজনীতি নিয়ে একটি তথ্য-উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন অশোক মুখোপাধ্যায়, তখন তার কেন্দ্রে ছিলেন কেবলমাত্র চারু মজুমদার। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হল কবি দ্রোণাচার্য ঘোষের নাম এবং ক্রমশ ভিড় করতে শুরু করল আরও অনেক অনেক চরিত্র। এ তথ্য লেখক নিজেই জানিয়েছেন উপন্যাসের গোড়ায় 'আত্মপক্ষ' শীর্ষক অংশে। চারু মজুমদার, দ্রোণাচার্য ঘোষ ছাড়াও এই উপন্যাসের আখ্যানভাগে পাঠক খুঁজে পাবেন কানু সান্যাল, সরোজ দত্ত, সুনীতি ঘোষ, সুশীতল রায়চৌধুরীর মতো আরও অনেক মানুষকে, যাঁদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস মিশে আছে সেই সময়ের আবহে। পাশাপাশি উপন্যাসের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বভাবতই এসেছে বেশ কিছু কাল্পনিক চরিত্র, যারা তৈরি হয়ে উঠেছে এক বা একাধিক বাস্তব চরিত্রের আদলে বা নিছকই ইতিহাসের সম্ভাবনাকে মান্য করে। কিন্তু তথ্য-উপন্যাসের নির্মাতা হিসেবে রচয়িতার আসল কৃতিত্ব এখানেই যে, ইতিহাস ও কল্পনার ভেদরেখাটি তিনি প্রায় কখনওই পাঠককে বুঝতে দেননি। চরিত্রদের নিতান্ত মানবিক প্রেম ভালবাসা ঈর্ষা ও দুর্বলতা ইতিহাসের তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছে, অতীত সময়কে দিয়েছে গতি, আর অন্যদিকে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর তথ্যনিষ্ঠা কাল্পনিক কাহিনিকে দিয়েছে ইতিহাসের মর্যাদা। এই ধরনের উপন্যাসের যেখানে আসল

তথ্য-উপন্যাসের নির্মাতা হিসেবে রচয়িতার আসল কৃতিত্ব এখানেই যে, ইতিহাস ও কল্পনার ভেদরেখাটি তিনি প্রায় কখনওই পাঠককে বুঝতে দেননি।

এই ধরনের উপন্যাসের যেখানে আসল পরীক্ষাস্থল অর্থাৎ একইসঙ্গে অতীতের স্বাদগত দূরত্ব এবং পরিচিত বাস্তবের ভাবগত নৈকট্য বজায় রাখা, সেখানে বলতে দ্বিধা নেই, অশোক মুখোপাধ্যায় শতকরা একশো ভাগ সফল।

পরীক্ষাস্থল অর্থাৎ একইসঙ্গে অতীতের স্বাদগত দূরত্ব এবং পরিচিত বাস্তবের ভাবগত নৈকট্য বজায় রাখা, সেখানে বলতে দ্বিধা নেই, অশোক মুখোপাধ্যায় শতকরা একশো ভাগ সফল।

এ উপন্যাস কোনও ব্যক্তিবিশেষের গল্প নয়। তুলনামূলকভাবে দ্রোণ, পাঞ্চালি, নিরুপম ও সুকান্তি কিঞ্চিৎ বেশি প্রাধান্য পেলেও এদের কাউকেই এ আখ্যানের নায়ক-নায়িকার মর্যাদা দেওয়া যাবে না। এ একটা সময়ের গল্প। সময়ই এর যথার্থ নায়ক, আর তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই এর যাবতীয় আয়োজন। চেয়ারম্যান মাও-এর উদ্ধৃতি, চারুবাবুর ব্যক্তিগত চিঠি এবং তাঁর ভাষণ, সিপিআই (এম এল)-এর পত্রপত্রিকার বিবৃতি, সংবাদপত্র ও আকাশবাণীর ঘোষণা, পুলিশ কর্তৃপক্ষের সরকারি নির্দেশ, পার্টির ইস্তাহার, দেওয়াল-লিখন, মিছিলে ও জেলে নকশালপন্থীদের গান, দ্রোণাচার্য ঘোষের কবিতা কিংবা বিভিন্ন লোকগীতির উল্লেখ সবই ওই একই লক্ষ্যে স্থিত। তবে এ বিষয়ে রচয়িতার সবচেয়ে মুনশিয়ানা, দ্রোণের বাবা নিবারণচন্দ্রের দিনলিপির পরিকল্পনায়। উপন্যাসে এ দিনলিপির সূচনা ৩ এপ্রিল ১৯৬৪, যদিও কথকের বয়ানে জানা যায়, নিবারণচন্দ্র দিনলিপি লিখতে আরম্ভ করেছেন আরও তিরিশ বছর আগে। উপন্যাসের কালপরিধির বাইরে বলেই সম্ভবত তার প্রত্যক্ষ উল্লেখ আখ্যানভাগে নেই। আর এই দিনলিপির শেষ ১৯৭৭-এ। এই দিনলিপিতে চলে সমান্তরাল দু'টি ধারা, একটি নিবারণচন্দ্রের নিজস্ব জীবনবৃত্তান্ত, অন্যটি তাঁর মনিব শৈল আচার্যের দৈনন্দিন সংসারের হিসেব। যে-অর্থব্যয় নিবারণচন্দ্রের স্বপ্নেরও অতীত, যে সব জিনিস তিনি বা তাঁর পরিবারের অন্য কেউ কখনও ব্যবহার করেননি, করবেনও না কোনওদিন, অন্যের সংসারের সেই হিসেবই নিবারণচন্দ্র লিখে যান একটি নির্দিষ্ট মাসিক বেতনের বিনিময়ে। অন্যের হিসেবের খাতার ভেতর দিয়ে তাঁর সমসময়ের একটি মধ্য আয়ের সচ্ছল পরিবারের জীবনযাত্রার খতিয়ান যেমন নিবারণচন্দ্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনই তথ্য-উপন্যাসের কথকও তাঁর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন ষাট-সত্তরের পশ্চিমবঙ্গের ক্রমশ বদলে যেতে থাকা অর্থনৈতিক

উপন্যাসের কালপরিধির বাইরে বলেই সম্ভবত তার প্রত্যক্ষ উল্লেখ আখ্যানভাগে নেই। আর এই দিনলিপির শেষ ১৯৭৭-এ।

তাপস ঘোষ

লালগড়, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের ঘটনাও এসেছে উপন্যাসটিতে

অবস্থার ধারাবিবরণী।

কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের বৃত্তান্তে উপন্যাসের যে-আখ্যানভাগের সূচনা, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার আর নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ ছুঁয়ে তা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে অগ্নিগর্ভ সত্তরে। ভারী যত্নে এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের মূল রাজনীতির প্রেক্ষিতে কথক ধীরে ধীরে মূর্ত করে তুলেছেন এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়কে। বাদ যায়নি আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা নকশালদের নিজেদের ভেতরকার তাত্ত্বিক বিতর্কও। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলন এই উপন্যাসের মূল ভরকেন্দ্র হলেও কেবল সেই বৃত্তান্তেই এর কাহিনি শেষ হয়নি। বাহাত্তরের নির্বাচন, জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, সঞ্জয় গাঁধীর নাসবন্দি কর্মসূচির প্রহসন, ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের জয় পেরিয়ে তা এসে গেছে লালগড়, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের ঘটনার সমকালে। সাতের দশকে যে-মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল নকশালরা, ২০১০-এও তা অধরাই থেকে যায়। কিন্তু যেহেতু স্বপ্ন আর বিশ্বাস ছাড়া শেষ পর্যন্ত কিছুই আর থাকে না, তাই কিশোর দ্রোণ ও তার বন্ধুদের চিন-ভারত সীমান্ত লড়াইয়ের যে-খেলা দিয়ে উপন্যাসের শুরু, সেই খেলাই আবার ফিরে আসে উপন্যাসের শেষে। ঝাড়গ্রামের সভাস্থলের অদূরে লাঠিকে বন্দুক আর তির-ধনুক বানিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা খেলে চলে জঙ্গলমহলের লড়াইয়ের খেলা। হয়তো এরাই কালকের আটটা-ন'টার সূর্য।

সাতের দশকে যে-মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল নকশালরা, ২০১০-এও তা অধরাই থেকে যায়। কিন্তু স্বপ্ন আর বিশ্বাস ছাড়া শেষ পর্যন্ত কিছুই আর থাকে না।